Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পারভীন আক্তার

রোলঃ 216021145

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

জমা দিয়েছেনঃ

পারভীন আক্তার

রোলঃ 216021145

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে পারভীন আক্তার, আইডিঃ 216021145 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

পারভীন আক্তার

আইডিঃ 216021145

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

★ ভূমিকা..5

★মা-বাবার সাথে সদাচরণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত?..........................5

★রাসূল(সা) এর হাদিসে বাবা-মা..6

★ মা-বাবার প্রতি নবীদের সদাচরণ?..6

★আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বোত্তম আমল?.......................................7

★মা-বাবার সাথে সদাচরণের ফযিলত?...8

★জান্নাত মায়ের পদতলে?...8

★ আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত?.................................9

★ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা?..10

★ গুনাহের কাফফারা?..10

★পিতা-মাতার দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়?....................................10

★পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির উসিলা...12

★জঘন্যতম কবীরা গুনাহ?..12

★ মায়ের বিশেষ মর্যাদা?...13

★মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের করণীয় আমলসমূহ?..............................13

★ শেষের কথা?...14

★ ভূমিকা

মা-বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্য এবং সদাচরণের গুরুত্ব প্রতিটি ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ধর্মে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআন এবং হাদিসে মা-বাবার সাথে সদাচরণের অসংখ্য উপদেশ এবং নির্দেশনা রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করা অত্যাবশ্যক।

★মা-বাবার সাথে সদাচরণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত?

ইসলাম মা-বাবাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মা-বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে কথা বলো সম্মানসূচক নম্রভাবে'
(সূরা বনি ইসরাইল-২৩)।
মা-বাবার প্রতি সন্তানদের বিনয়াবনত থাকার এবং মা-বাবার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকো এবং বলো- হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন' (বনি ইসরাইল-২৪)।সন্তানের জন্য মা-বাবা আল্লাহর দেয়া অনেক বড় নিয়ামত। প্রতিটি সন্তানের উচিত হবে মা-বাবার সাথে সদয় ব্যবহার করা, মা-বাবার খেদমত করে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করার চেষ্টা করা। মা-বাবাকে সর্বোচ্চ সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন করে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের সাথে রবের সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা।

★রাসূল(সা) এর হাদিসে বাবা-মা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জন্মদাতার (মা-বাবার) সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার (মা-বাবার) অসন্তুষ্টিতে অল্লাহর অসন্তষ্টি। ‘ (তিরমিজি)

বর্তমান সময়ে পত্র-পত্রিকা, অনলাইন ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সন্তান কর্তৃক মা-বাবার নির্যাতন ভোগ করার খবর।

মনে রাখতে হবে,

যারা মা-বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, তারাও একদিন মা-বাবার আসনে বসবে। তখন তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানরাও ভালো আচরণ করবে না। সুতরাং কোনোভাবেই মা-বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা যাবে না। অথচ মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

★ মা-বাবার প্রতি নবীদের সদাচরণ?

মা-বাবার প্রতি নবীদের সদাচরণ
নবীদের জীবন থেকে আমরা মা-বাবার প্রতি সদাচরণের অনন্য উদাহরণ পাই। নবী ইব্রাহীম (আ.) তার পিতাকে বারবার ইসলামের পথে আহ্বান করেছিলেন এবং সবসময় তার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করেছিলেন। নবী ইসহাক (আ.) এবং ইসমাইল (আ.) এর জীবনেও আমরা মা-বাবার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

★আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বোত্তম আমল?

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো নামাজ। এটি আল্লাহর উপাসনার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষ করে নফল নামাজ বান্দাকে আল্লাহর এতটা প্রিয় করে তোলে যে সে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে মহান আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দেন না। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.)

নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিন মুসলমানরে ঈমানের দাবি ও ফরজ ইবাদত। নামাজি ব্যক্তিই হলো সফল। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়নবি। তিনি বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে; কেয়ামতের দিন ওই নামাজ তার জন্য নূর হবে এবং হিসেবের সময় নামাজ তার জন্য দলিল হবে এবং নামাজ তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হবে না- কেয়ামতের দিন নামাজ তার জন্য নূর ও দলিল হবে না। তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না। বরং ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে।’
আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। ফরজ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি নফল নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। নামাজকে পরকালের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

★মা-বাবার সাথে সদাচরণের ফযিলত?

বাবা-মার অধিকার হলো তাদের সঙ্গে সদাচারণ করা এবং তাদের পরিপূর্ণ দেখাশুনা করা। এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ। কোরআনুল কারিমে এসেছে, ‘দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করবে।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো-

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকার রাখে? তিনি বললেন- ’তোমার মা।’ লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন- ‘তোমার মা।’ সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন- ‘তোমার মা।’ সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন- ‘তারপর তোমার বাবা।’ (বুখারি ও মুসলিম)

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে বাবা-মায়ের প্রতি যতন খেদমতে নিয়োজিত থাকার তাওফিক দান করুন। বাবা-মায়ের মর্যাদা বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

★জান্নাত মায়ের পদতলে?

শান্তির ও মানবতার ধর্ম ইসলাম মা’ কে দিয়েছে বর্ণনাতীত মর্যাদা ও সম্মান। ইসলামের দৃষ্টিতে বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি। এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! মানুষের মাঝে আমার নিকট থেকে সর্বোত্তম সেবা লাভের অধিকার কার? নবী (সা.) বলেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলেন, তার পর কার? তিনি বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি আবারও জানতে চাইলেন, তারপর কার? তিনি বললেন, তোমার পিতার। -বোখারি ও মুসলিম

পবিত্র কোরআনে কারিমের কয়েক স্থানেও মায়ের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করে মাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছেন এবং দুই বছর দুগ্ধপান করিয়েছেন। ’ –সূরা লোকমান : ১৪

বস্তুত মা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। ইসলাম মাকে যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যায়ন করেছেন। ইসলাম মনে করে মায়ের মর্যাদা ও সম্মানকে বিশেষ দিনে আবদ্ধ না করে ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা ও সম্মানের আলোকে সারা জীবন প্রত্যেকেই নিজ নিজ জন্মদাত্রী মায়ের সেবা-যত্ন ও সম্মান করুক, মর্যাদা দিক।

★ আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত?

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি' (সুরা আন কাবুত, আয়াত: ৮)। হাদিসে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে খোদার সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে খোদার অসন্তুষ্টি নিহিত' (তিরমিজি)।

মহান আল্লাহর ইবাদত ও বাবা-মার সন্তুষ্টি একে অপরের পরিপূরক। তাই আল্লাহর হুকুম পালনের পাশাপাশি বাবা-মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। বাবা-মাকে অবহেলা করে আপনি যতই ইবাদত করুন না কেন, মহান আল্লাহর কাছে এ ইবাদত গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। অর্থাৎ বাবা-মা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে সব ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন- ‘আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো’ (সূরা বনি ইসরাইল-২৩)।

★ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা?

জান্নাতের দরজাসমূহ ১. বাবুস সালাহ:- নামাজী ব্যক্তিদের দরজা। যারা একনিষ্ঠতার সঙ্গে আন্তরিকভাবে নিয়মিত নামাজ আদায় করবেন, তাদের সম্মানে জান্নাতের এই দরজার নাম রাখা হয়েছে।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "পিতা হলেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। তুমি যদি চাও, তবে ওই দরজাটি রক্ষা করো বা ধ্বংস করো।" (তিরমিজি)। অর্থাৎ পিতার সাথে সদাচরণ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজায় প্রবেশের মাধ্যম।

★ গুনাহের কাফফারা?

পাপ বা অপরাধ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য শরিয়ত-নির্দিষ্ট দণ্ড। ইসলামি পরিভাষায় কতিপয় অপরাধজনক কাজের পর তওবা কবুলের উদ্দেশ্যে আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতিপূরণ আদায়ের নাম কাফফারা। চারটি ক্ষেত্রে এই কাফফারা দিয়ে গুনাহ অর্থাৎ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
কুরআনের মতে কাফফারা হল এক ধরনের উপাসনা যা আল্লাহ পাপকে উপেক্ষা করেন এবং সেগুলোকে ঢেকে দেন। শাব্দিকভাবে দ্বারা কাফফারা অর্থ "একটি বৈশিষ্ট্য যা পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তের দিকে ঝুঁকছে"। কারিগরিভাবে এর অর্থ একটি নির্ধারিত শাস্তি যা পাপের জন্য কাফফারা করা হয়।

★পিতা-মাতার দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়?

মা-বাবার সঙ্গে শিষ্টাচারের অন্যতম দিক হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে রাগান্বিত হয়ে কখনো কথা বলবে না। কেননা এতে তাঁরা কষ্ট পান। আর মনঃকষ্টের কারণে তাঁরা সন্তানের বিরুদ্ধে কোনো বদদোয়া করলে তা আল্লাহর দরবারে দ্রুত কবুল হয়ে

যায়। একইভাবে সন্তানের জন্য মা-বাবার নেকদোয়া মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে কবুল করেন।

হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুল হয় : এক. মা-বাবার দোয়া, ২. মুসাফিরের দোয়া, ৩. মাজলুমের দোয়া। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯০৫)
মায়ের বদদোয়া কবুল হওয়ার একটি ঘটনা হাদিসে এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বনি ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি নামাজ পড়ছিলেন।
এমন সময় তাঁর মা তাঁকে ডাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বলেন, 'সালাত আদায় করব, না কি তাঁর জবাব দেব?' তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোনো পতিতার মুখ না দেখাও।' একদিন জুরাইজ তাঁর ইবাদতখানায় ছিলেন। এমন সময় এক নারী বলেন, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তাঁর কাছে গেল এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর ওই নারী এক রাখালের কাছে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল।
তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে এ ছেলে জুরাইজের! এ কথা শুনে লোকেরা জুরাইজের কাছে এলো এবং তাঁর ইবাদতখানা ভেঙে তাঁকে বের করে দিল ও তাঁকে গালাগাল করল। এরপর তিনি (জুরাইজ) অজু করলেন এবং সালাত আদায় করলেন।
তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বলেন, হে ছেলে! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানা সোনা দিয়ে তৈরি করে দেব। জুরাইজ বলেন, না মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও (যেমনটা আগে ছিল)।
(বুখারি, হাদিস : ২৪৮২)
আসলে তিনি এই মহাপরীক্ষায় পড়ার কারণ ছিল তাঁর মায়ের বদদোয়া।

সুতরাং মা-বাবা কষ্ট পান, এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

★পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির উসিলা

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা মা-বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, 'তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না।
আর তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো'। (সূরা: বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩)
মা-বাবার জন্য দোয়া শিখিয়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।

★জঘন্যতম কবীরা গুনাহ?

ব্যভিচার করা : ব্যভিচার করা মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারের কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। তা একটি অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পন্থা।
হাদিসে কুদসিতে রয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি বিচার দিবসে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। ১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, ২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে এবং ৩. যে ব্যক্তি কোনো কর্মচারী নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করে, কিন্তু তার

পারিশ্রমিক প্রদান করে না’ (সহিহ বুখারি)। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কবিরা গুনাহ। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নেতার আনুগত্যের অঙ্গীকার করে, তার উচিত সাধ্যমতো তার আনুগত্য করা (সহিহ মুসলিম)।

★ মায়ের বিশেষ মর্যাদা?

ইসলাম সর্বদা মাকে সম্মান এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাকে ওয়াজিব করেছে। সুতরাং মায়ের সম্মানের জন্য বছরে কোনো একটি দিনকে নির্দিষ্ট করা দরকার নেই। মা-বাবা কিংবা পরিবারকে সম্মান দেখানোর জন্য বছরের একটি দিনকে নির্দিষ্ট করা বাহুল্য বিষয়। এটা হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, তার কোনো সাহাবি করেননি, কোনো আদর্শবান সন্তান এটা করতে পারে না। সুতরাং তা পরিহার করে এমন আনুষ্ঠানিকতানির্ভর মর্যাদা প্রদর্শন ও সম্মান জানানো থেকে সতর্ক থাকা দরকার। মায়ের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে শরিয়ত যে বিধান দিয়েছে, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব।

এ সম্মান শুধু মায়ের জন্য নয় বরং মা-বাবা উভয়কে সম্মান, তাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং সার্বিক দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার বিধান ইসলাম দিয়েছে, সেই সঙ্গে তাদের অবাধ্যতা, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে সতর্ক করার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের যথাযথ হক আদায়ের ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

★মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের করণীয় আমলসমূহ?

মা-বাবা ছোট শব্দ, কিন্তু এ দুটি শব্দের সাথে কত যে আদর, স্নেহ, ভালবাসা রয়েছে তা পৃথিবীর কোন মাপযন্ত্র দিয়ে নির্ণয় করা যাবে না। মা-বাবা কত না কষ্ট করেছেন, না খেয়ে থেকেছেন, অনেক সময় ভাল পোষাকও পরিধান করতে পারেন নি, কত না সময় বসে থাকতেন সন্তানের অপেক্ষায়।

এত কষ্ট করে আমাদের কে যে মা-বাবা লালন পালন করেছেন তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? অবশ্যই আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা-বাবা জন্য কী ধরনের আমল করা যাবে এবং যে আমলের সওয়াব তাদের নিকট পৌছবে তা উল্লেখ করা হলো:

১. বেশি বেশি দু'আ করা।

২. দান-ছাদকাহ করা, বিশেষ করে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রদান করা।

৩. মা-বাবার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন।

৪. হজ্জ বা উমরাহ করা।

৫. মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানি করা।

৬. মা-বাবার ওসিয়ত পূর্ণ করা।

৭. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা।

৮. মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা।

★ শেষের কথা?

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য। আল্লাহ এবং তার রাসুল (সা.) এর নির্দেশনা অনুসারে মা-বাবার প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারি।

আমি শেষ করবো একটি কথা দিয়ে
আমাদের সবার উচিত মা-বাবার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের সেবা করা। এটাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা এবং এটাই আমাদের জীবনের সফলতার চাবিকাঠি।